প্রতিজ্ঞা সমূহে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য

☙ প্রথম ভাগ ❧

"...অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল" *(গালাতীয় ৩:৮)*

বাইবেল বেসিকস্ঃ লিফলেট ৭

বাইবেল ধারাবাহিকভাবে এর পাতায় পাতায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই পৃথিবী তার নারী ও পুরুষ দিয়ে পরিপূর্ণ করা যারা তাঁরই গৌরব মহিমা প্রকাশ করবে। তিনি এক মহান প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন, যেখানে দেখানো হয়েছে যে, সেই গৌরব-মহিমার চূড়ান্ত পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে তখনই যখন এই পৃথিবীর উপর তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের জন্য দান করলেন। খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে নারী ও পুরুষ সকলেই ঈশ্বরের মহান রাজ্যের অংশীদার হতে পারেন, যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে এগিয়ে আসেন।

এই লিফলেটে আমরা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বহু বছর আগের দুটি ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব।

এদন উদ্যানের প্রতিজ্ঞা

এদন উদ্যানে আদম ও হবা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে পাপ করেছিলেন। তাদের দু'জনকে ও শয়তান সাপকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। শাস্তির দিক হচ্ছে, নারী ও পুরুষ সকলেই মারা যাবে এবং পাপ করার এই দুর্বলতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু গাঢ় হতাশার অন্ধকারের মধ্যেও সাপকে বলা ঈশ্বরের এই কথাগুলি যেন নতুন এক আশার রশ্মি দেখালো।

- "আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে [নারীর বংশ] তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে" (আদিপুস্তক ৩:১৫)।

"বংশ" কথাটির অর্থ হচ্ছে, কোন এক পরিবারের কয়েক বা পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান, আবার নির্দিষ্ট একটি বিশ্বাস বা চেতনার ধারক কিংবা প্রতিষ্ঠাতার অনুসারী হলে তাকে বংশ বা প্রজন্ম বলা যাবে। যেমন, আমরা যদি যীশুকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকি তবে আমরাও অব্রাহামের "বংশ" (গালাতীয় ৩:২৭, ২৯ পদ)।

সাপের বংশ

মিথ্যার আশ্রয় নেবার কারণেই পাপপূর্ণ পথে সবকিছু চিন্তা ভাবনা করার প্রতিনিধি হিসাবেই সাপ আবির্ভূত হয়। তারাই সাপের পরিবারের বংশধর হিসাবে চিহ্নিত যারা সাপের পাপময় কাজ করে, যারা ঈশ্বরের বাক্য বিকৃতি করে, মিথ্যা কথা বলে এবং অন্যদেরকেও পাপের পথে পরিচালিত করে। এ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারাই তারা তাদের জীবনকে চালাতে চায়। যীশুর সময় যে সব খারাপ ধর্মীয় শাসকরা ছিল যীশু তাদেরকে "সাপের বংশেরা" বলে ডেকেছেন (মথি ৩:৭)।

নারীর বংশ

নারীর বংশধর হিসাবে এমন একজনের কথা বলা হয়েছে যিনি সেই সাপের মাথা ভাঙ্গবেন বা পিষে ফেলবেন অর্থাৎ পাপ বা পাপের মৃত্যুর ক্ষমতাকে ধ্বংস করবেন। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর কাজ সম্পর্কে এ বিষয়ে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে।

- "এখন আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশুর প্রকাশ প্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে [ও পাপের ক্ষমতা, রোমীয় ৬:২৩] শক্তিহীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন" (২য় তীমথিয় ১:১০)।
- "কারণ ব্যবস্থা মাংস দ্বারা দুর্বল হওয়াতে যাহা করিতে পারে নাই, ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন" (রোমীয় ৮:৩; ১ম যোহন ৩:৫, মথি ১:২১ পদগুলিও দেখুন)।

খ্রীষ্ট তিনদিন যাবৎ মৃত্যুর মধ্যে বসবাস করে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর সেই ক্ষত ছিল সাময়িক সময়ের জন্য এবং তা পাপের সেই সুবিশাল শাস্তির সঙ্গে তুলনীয়।

আমাদের ক্ষেত্রে এর অর্থ কি ?

ক্রুশের উপরেই যীশু তাঁর মধ্যেও পাপের যে ক্ষমতা ছিল তা ধ্বংস করেছেন। এই বিজয়ের অংশীদার হওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা যদি "খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম" গ্রহণ করি তবে আমরা আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ অনুসারে যীশুর প্রতিজ্ঞাগুলির অংশীদার হতে পারি। যীশুকে গ্রহণ করার পর এ সব প্রতিজ্ঞা আর শুধুমাত্র বাইবেলের সুন্দর সুন্দর কথাই নয়, বরং সেগুলি আমাদের গোটা জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ভাববাণী ও প্রতিজ্ঞা।

তবে এখনও প্রকৃত বিশ্বাসীরাও পাপ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছেন, খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর তাদের এই দুর্বলতা রয়ে গেছে (গালাতীয় ৩:২৭-২৯), কিন্তু এখন তাদের প্রতিদিনের পাপগুলির ক্ষমা তারা পাচ্ছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, এক সময় আসবে যখন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন ধার্মিকরা এবং তারা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হবেন।

- "এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইব; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব। কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে। আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মর্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, "মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।" (১ম করিন্থীয় ১৫:৫২-৫৪)।

যীশু খ্রীষ্টই সেই নারীর প্রকৃত "বংশ বা বীজ" কিন্তু খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নিলে আমরাও সেই নারীর বংশ বা বীজ হয়ে যাই। এর ফলে আমাদের জীবনাচরণে আদিপুস্তক ৩:১৫ পদের বাস্তবতা প্রতিফলিত হবে – ভালো ও মন্দের সার্বক্ষণিক দ্বন্দ (বিরোধিতা/শত্রুতা) আমাদের মধ্যে আসবে। প্রেরিত পৌল নিজেও বলেছেন যে, সবসময় তার মনের মধ্যে পাপময় চিন্তা ও ঈশ্বরের ভালোবাসার দ্বন্দ সংঘাত হয়েছে (রোমীয় ৭:১৪ -২৫)। কিন্তু তিনি শেষে একথা বলছেন –

- "দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি ! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে ? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। অতএব আমি নিজে মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাসত্ব করি, কিন্তু মাংস দিয়া পাপ-ব্যবস্থার দাসত্ব করি" (রোমীয় ৭:২৪ -২৫)

সুতরাং প্রথম থেকেই ঈশ্বর যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে দানের প্রতিজ্ঞা করেন। এই আশ্চর্য্য মহান প্রতিজ্ঞাটি এদন উদ্যানে আদম ও হবার কাছে করা হয়, যা পরিপূর্ণতা পেয়েছে যীশু খ্রীষ্টেতে এবং আমরাও সবাই এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা থেকে উপকার ভোগী।

অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা

অব্রাহামের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল

যীশু ও প্রেরিতরা যে সব সুসমাচার শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলি প্রতিজ্ঞা আকারে ইস্রায়েল জাতির মহান পিতা অব্রাহামের কাছে বার বার বলা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা সমূহের মাধ্যমে ঈশ্বর "অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল" (গালাতীয় ৩:৮)।

অব্রাহামের কাছে যে সব প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেগুলি যদি আমরা বুঝতে পারি তবে খ্রীষ্টিয় সুসমাচারের একটা মৌলিক চিত্র পাবো। সুসমাচার কখনই এমন কোন বিষয় নয় যেটি কেবলমাত্র যীশুর সময় থেকে শুরু হয়েছিল।

- "আর পিতৃগণের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে এই সুসমাচার জানাইতেছি যে, ঈশ্বর যীশুকে উঠাইয়া আমাদের সন্তানগণের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন" (প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩; রোমীয় ১:১ ,২; ইব্রীয় ৪:২)।

দু'টি মূল বিষয়

অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞার দু'টি মৌলিক বিষয় হচ্ছে–

১. অব্রাহামের বীজ বা **বংশ** সম্পর্কিত বিষয় (বিশেষ বংশধর)

২. অব্রাহামের কাছে করা **প্রতিজ্ঞাত দেশ** সম্পর্কে

নূতন নিয়মে এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। বাইবেলের উভয় অংশের (নূতন ও পুরাতন নিয়ম) মাধ্যমে আমরা যদি বিষয়টি ব্যাখ্যা করি তবে পরিষ্কারভাবে অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার একটি পরিষ্কার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে।

বিশ্বাসের মানুষ অব্রাহাম

অব্রাহাম প্রকৃতভাবে উর দেশে বসবাস করতেন। এই উর দেশ বেশ সমৃদ্ধ একটি দেশ ছিল ঐ সময়, বর্তমানে এটি ইরাকের একটি অঞ্চল। ঈশ্বরের কাছ থেকে অতি মহান এক ডাক এলো, যেন তিনি নিজ দেশের বিশাল ধন-সম্পদে ভরা বিলাসী জীবন ও আত্মিয়স্বজন ছেড়ে প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এ জন্য অব্রাহামের প্রচন্ড বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন ছিল, কারণ ঠিক কোথায় তিনি যাবেন সেটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল না। তাকে প্রায় ১,৫০০ মাইল পথ যাত্রা করতে হয়েছিল। প্রতিজ্ঞাত সেই দেশটি ছিল কনান – আজকের আধুনিক ইস্রায়েল।

তার জীবনকালে ঈশ্বর আবার অব্রাহামের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেন ও প্রতিজ্ঞাটি আর একটু সম্প্রসারিত করেন। আর এই সব প্রতিজ্ঞাগুলিই খ্রীষ্টের সুসমাচারের মৌলিক ভিত্তি, যেন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানরা ঠিক অব্রাহামের মতই সেই ডাক বা আহ্বান পান, ফলে তারাও যেন তাদের জীবনে পার্থিব সব ধন-সম্পদ এর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং বিশ্বাসে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন, যেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে তাঁরই বাক্যের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে পারেন।

- "বিশ্বাসে অব্রাহাম, যখন আহূত হইলেন, তখন যে স্থান অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই স্থানে যাইবার আজ্ঞা মান্য করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন, তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন" (ইব্রীয় ১১:৮)।

অব্রাহামের মত দৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করে ও সেই অনুযায়ী কাজ করে আমরাও অব্রাহাম যেমন ঈশ্বরের বন্ধু হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন তেমনি ঈশ্বরের কাছ থেকে একই সম্মান লাভ করতে পারি (যিশাইয় ৪১:৮)। এর ফলে আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি (আদিপুস্তক ১৮:১৭) এবং যেন আমরাও ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত জীবন লাভের নিশ্চিত প্রত্যাশা পেতে পারি। খ্রীষ্টিয় শিক্ষার উপর প্রকৃত বিশ্বাস আনার জন্য আমাদেরও উচিত অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছভাবে ধারণা লাভ করা, তাদের বিষয়ে জানা, বোঝা ছাড়া আমাদের বিশ্বাসও সঠিক হয় না।

ঈশ্বর ও অব্রাহামের সাথে যে সব কথোপকথন হয়েছে সেগুলি জানার জন্য পড়া এবং গভীরভাবে বোঝার জন্য বার বার পড়া।

প্রতিজ্ঞাত দেশ

১. "সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, 'তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল" (আদিপুস্তক ১২:১)।

২. "পরে তিনি (অব্রাহাম) দক্ষিণ হইতে বৈথেলের দিকে যাইতে যাইতে...সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, 'চক্ষু তুলিয়া এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান হইতে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর; কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব... উঠ, এই দেশের দৈর্ঘ্যপ্রস্থে পর্যটন কর, কেননা আমি তোমাকেই ইহা দিব" (আদিপুস্তক ১৩:৩, ১৪-১৭ পদ)।

৩. "সেই দিন সদাপ্রভু অব্রামের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া কহিলেন, আমি মিসরের নদী অবধি মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম" (আদিপুস্তক ১৫:১৮)।

৪. "তুমি এই যে কনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব..." (আদিপুস্তক ১৭:৮)।

৫. "অব্রাহামের বা তাঁহার বংশের প্রতি জগতের দায়াধিকারী হইবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল..." (রোমীয় ৪:১৩)।

এখানে আমরা অব্রাহামের কাছে যে সব বিষয় প্রকাশ করা হয়েছিল তার আরও কিছু অগ্রগতি দেখতে পাই। সদাপ্রভু অব্রাহামকে বললেন -

১. একটি সুন্দর দেশ আছে, আমি চাই তুমি সেখানে চলে যাও।

২. এখন তুমি সেই দেশে পৌছে গিয়েছ, তুমি ও তোমার ছেলে-মেয়েরা এখানে চিরকাল বসবাস করবে।

৩. প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমানা আরও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪. অব্রাহাম আশা করেননি যে এই জীবনেই তার কাছে করা প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা পাবেন -কারণ এই নতুন দেশে তিনি একজন "আগন্তক" এর মত, অথচ সেখানেই তিনি চিরকাল বসবাস করবেন। এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাটি এভাবে আসবে যে, তিনি এখানে মৃত্যুবরণ করবেন এবং সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন।

৫. আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র বিশ্বের মানুষের পক্ষে পৌল নিজেকেও এই মহান প্রতিজ্ঞার একজন অংশীদার হিসাবে দেখেছেন।

অব্রাহাম তার জীবদ্দশায় এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা দেখে যেতে পারেন নি -

- "বিশ্বাসে তিনি বিদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইলেন, তিনি সেই প্রতিজ্ঞার সহাধিকারী ইস্হাক ও যাকোবের সহিত তাম্বুতেই বাস করিতেন" (ইব্রীয় ১১:৯)।
- "বিশ্বাসানুরূপে ইহাঁরা সকলে মরিলেন; ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এবং আপনারা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার বরিয়াছিলেন" (ইব্রীয় ১১:১৩)।

এখানকার চারটি পর্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন-

১. প্রতিজ্ঞাগুলি পরিষ্কারভাবে জানা।

২. প্রতিজ্ঞাগুলির কার্যকারীতা "সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া"।

৩. প্রতিজ্ঞাগুলির অংশীদার হওয়া– যীশু খ্রীষ্টেতে বাপ্তাইজিত হওয়া (গালাতীয় ৩:২৭-২৯)।

৪. আমাদের বাস্তব জীবন যাপনের মাধ্যমে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, আজকের পৃথিবী আমাদের প্রকৃত বাসস্থান নয়, কিন্তু এখানে ভবিষ্যতে যে মহান ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তার প্রত্যাশা নিয়েই আমরা এখন এখানে বাস করি।

- "কিন্তু এই দেশের মধ্যে তাঁহাকে অধিকার দিলেন না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও দিলেন না; আর অঙ্গীকার করিলেন, তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার পরে তাঁহার বংশকে অধিকারার্থে তাহা দিবেন..." (প্রেরিত ৭:৫)

ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। একদিন অবশ্যই আসবে যে দিন অব্রাহাম ও যত লোকের কাছে যত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তাদের সবাইকে তিনি পুরুস্কৃত করবেন।

- "বিশ্বাসানুরূপে ইহাঁরা সকলে মরিলেন; ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই... কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্ত পূর্বাবধি কোন শ্রেষ্ঠ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা আমাদের ব্যতিরেকে সিদ্ধি না পান" (ইব্রীয় ১১:১৩,৩৯-৪০ পদ)।

তাহলে আমরা দেখছি একইভাবে নির্দিষ্ট একটি সময়ে সমস্ত বিশ্বাসীরা পুরস্কৃত হবেন। যেমন, শেষ দিনে যে বিচার সভা বসবে (২য় তীমথিয় ৪:১,৮; মথি ২৫:৩১-৩৪)।

বিচারিত হওয়ার জন্য অব্রাহাম ও অন্য আরও যারা এই সব প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জানেন তারা সকলেই বিচার সভার সময় আগে আগেই পুনরুত্থিত হয়ে উঠবেন।

বংশধর বা বীজ

আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে বীজ বা বংশধরদের চিন্তা করা হয়েছে, তা প্রথমত যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেহেতু তিনি অব্রাহামেরই বংশ এবং দ্বিতীয়ত যারা 'খ্রীষ্টেতে' বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে তারাও অব্রাহামের বংশ হিসাবে স্বীকৃত হবেন -

১. "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব... এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে" (আদিপুস্তক ১২:২,৩)।

২. "কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব। আর পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীর ধূলি গণিতে পারে, তবে তোমার বংশও গণা যাইবে" (আদিপুস্তক ১৩:১৫-১৬)

৩. "তুমি আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া যদি তারা গণনা করিতে পার তবে গণনা করিয়া বল; তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন, এইরূপ তোমার বংশ হইবে... এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম" (আদিপুস্তক ১৫:৫,১৮)।

৪. "আর তুমি এই যে কনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব" (আদিপুস্তক ১৭:৮)।

৫. "...আকাশের তারাগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার বংশ অতিশয় বৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে; আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে" (আদিপুস্তক ২২:১৭-১৮)।

আরও কিছু নতুন প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের কাছে করার পর বীজ বা বংশধর সম্পর্কিত ধারণাগুলি আরও প্রসারিত হয়।

১. প্রথমত অব্রাহামকে বলা হয় যে, তার বংশের লোকেরা হবে অসংখ্য এবং এই "বংশের" মাধ্যমে বিশ্বের সমগ্র জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।

২. পরে তাকে বলা হয় তাঁর বংশে অনেক লোকের মধ্যে বিশেষ একজন আসবেন। তার সাথে ঐ বংশের সকলে ঐ প্রতিজ্ঞাত দেশ, কনানে অনন্তকালীনভাবে বসবাস করবেন।

৩. পরে তাকে জানানো হল, তাঁর বংশের লোকেরা আকাশের তারার মত অসংখ্য হবে। তাকে এই পরামর্শ দেওয়া হয় যে, তার অসংখ্য আত্মিক বংশধর সৃষ্টি হবে (যারা স্বর্গের নক্ষত্রের মত)। এর সাথে সাথে বালুকণা হিসাবেও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

৪. আগের প্রতিজ্ঞাগুলির সাথে আরও কিছু প্রতিজ্ঞা যোগ করা হয়েছে যে, যে সব লোকেরা ঐ বংশের প্রতিজ্ঞার অংশীদার হবে তাদের সাথে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

৫. অবশেষে সেই বংশের বিশেষ এক উত্তরাধিকারী তার শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করবেন।

লক্ষ্যণীয় যে, অব্রাহামের "বংশ" যে "আশীর্বাদ" নিয়ে আসবেন তা এই পৃথিবীর সমগ্র জাতীর জন্য হবে। বাইবেলে আশীর্বাদ এর ধারণাটি প্রায়ই দেখা যায় পাপের ক্ষমার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বরের কাছে যে ভালোবাসা আশা করতে পারি তার থেকেও মহান এক ভালোবাসা দান করেছেন আমাদের ভালোবাসার ঈশ্বর। কারণ "ধন্য সেই, যাহার অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে" (গীতসংহিতা ৩২:১)।

অব্রাহামের বংশের সন্তানদের মধ্যে একজনই মাত্র আছেন যিনি পাপের ক্ষমা নিয়ে এসেছেন তিনি যীশু খ্রীষ্ট এবং অব্রাহামের প্রতিজ্ঞার বিষয়ে নূতন নিয়মের ব্যাখ্যা এই বিষয়টি আরও দৃঢ়ভাবে সম্পর্ণ করে -

- "অব্রাহামের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলিয়া, একবচনে বলেন, "আর তোমার বংশের প্রতি"; সেই বংশ খ্রীষ্ট" (গালাতীয় ৩:১৬)।
- "... ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি ত অব্রাহামকে বলিয়াছিলেন, "আর তোমার বংশে পৃথিবীস্থ সমস্ত পিতৃকুল আশীর্বাদ পাইবে।" ঈশ্বর আপন দাসকে উৎপন্ন করিয়া প্রথমে তোমাদেরই নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন, যেন তিনি তোমাদের অধর্ম সকল হইতে তোমাদের প্রত্যেক জনকে ফিরাইয়া তদ্দ্বারা তোমাদিগকে আশীর্বাদ করেন" (প্রেরিত ৩:২৫-২৬)।

লক্ষ্য করুন আদিপুস্তক ২২:১৮ পদে পিতর এ বিষয়ে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন -

বীজ বা বংশধর = যীশু

আশীর্বাদ = পাপের ক্ষমা

সেই বংশে যুক্ত হওয়া

সুসমাচারের মৌলিক উপাদানটি অব্রাহামের ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ মহান প্রতিজ্ঞাটি অব্রাহামের কাছে ও তাঁর বংশধর, যীশুর কাছে করা হয়েছে। তাহলে অন্যকোন বংশের অন্যকোন মানুষ কি এর সাথে যুক্ত হতে পারেন ? এমনকি দৈহিকভাবে অব্রাহামের বংশধর কেউই স্বাভাবিক ভাবে অন্যকাউকে এই বংশের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না (যোহন ৮:৩৯)। তবে একমাত্র যীশুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়েই কেবল আমরা সেই বংশের অংশীদার হতে পারি। আর তা সম্ভব কেবলমাত্র যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে (রোমীয় ৬:৩-৫); নূতন নিয়মে আমরা প্রায়ই তাঁর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণের কথা পড়তে পারি (প্রেরিত ২:৩৮; ৮:১৬; ১০:৪৮; ১৯:৫)।

- "কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ। যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক। আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী" (গালাতীয় ৩:২৭-২৯)।

পৃথিবীর উপরেই যে অনন্ত জীবন লাভের প্রতিজ্ঞা, অব্রাহামের বংশধর যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা পাপের ক্ষমা লাভ করে খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে যে কেউ সেই বংশের উত্তরাধিকার হতে পারেন, আর এভাবেই আমরা অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার অংশীদার হতে পারি। রোমীয় ৮:১৭ পদ বলে যে, আমরা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হয়ে তার উত্তরাধিকারী হতে পারি।

যীশু খ্রীষ্টের জীবনাচরণ দ্বারা পৃথিবীর সমগ্র অংশের সমস্ত মানুষের উপর আশীর্বাদ নেমে এসেছে। আর সেই নির্দিষ্ট একটি বংশ গোটা বিশ্বব্যাপী বিশাল একটি দলে পরিণত হয়েছে। এই দলের লোকদের সংখ্যা সাগর তীরে বালুকণার মত কিংবা আকাশের তারার মত অসংখ্য!

সারসংক্ষেপ

আমরা মহতী অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার বিশেষ দু'টি দিক এখন সংক্ষেপে বলব।

১. প্রতিজ্ঞাত দেশ : অব্রাহাম ও তাঁর বংশধর যীশুর এবং যারা খ্রীষ্টেতে আশ্রিত তারা সকলে প্রতজ্ঞিাত কনান দেশের উত্তরাধিকারী হবেন। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত হবে সমস্ত পৃথিবীতে এবং তারা অনন্তকাল ধরে সেখানে বসবাস করবেন। এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে তারা এটি পাবে না, কিন্তু যীশু এ জগতে আবার ফিরে আসার পর।

২. বংশধর : প্রাথমিকভাবে সেই বংশধর হলেন, প্রভু যীশু। তাঁর দ্বারাই, সমগ্র মানবজাতির লোকেরা তাদের মূল শত্রু পাপের, ক্ষমা লাভ করে বিজয়ী হতে পারেন। যেন ক্ষমার, আশীর্বাদ সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হয়। যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার দ্বারাই আমরা সেই বংশের একজন হিসাবে সংযুক্ত হই এবং অব্রাহামের কাছে যে, প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তার ভাগিদার হই।

ইস্রায়েলের প্রত্যাশা

পৌল নিজেও "ইস্রায়েলের প্রত্যাশাকে" নিজের প্রত্যাশা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন (প্রেরিত ২৮:২০)। যিহূদীদের প্রত্যাশাই খ্রীষ্টিয়ানদের প্রকৃত বিশ্বাস। কারণ যে অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞাগুলি করা হয়েছে পরবর্তীতে তিনিই ইস্রায়েল জাতির মহান পিতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন (যোহন ৪ :২২ পদও দেখুন)।

খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের বা প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানরা প্রচার করেছিলেন -

১. ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক কথা ও...

২. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম (প্রেরিত ৮:১২)

সামান্য আর একটু ভিন্ন ভাষায় অব্রাহামের কাছে এই কথাগুলি প্রতিজ্ঞা আকারে বলা হয়েছিল -

১. একটি দেশ সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা

২. একটি বংশধর বা বীজ সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা

ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত সুসমাচার, যা অব্রাহামের কাছে বলা হয়েছিল সেটা প্রাথমিক মণ্ডলীর সুসমাচার প্রচার কাজে একটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে (প্রেরিত ১৯:৮; ২০:২৫; ২৮:২৩ ,৩১)।

বিশ্বাসের জীবন যাপন

খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাধ্যমে অব্রাহামের বংশের লোক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হয়েছি। আবার যারা জন্মগতভাবে অব্রাহামের বংশের লোক তারা স্বাভাবিকভাবেই সেই আশীর্বাদের ভাগী, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাসে গ্রহণ করে বাপ্তিস্ম না নিলে ও খ্রীষ্টের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ না তা পরিত্রাণ বা রক্ষা পাবে এবং এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদাহরণ হচ্ছেন, অব্রাহাম (রোমীয় ৯:৭-৮; ৪:১৩-১৪)।

সব সময়ই দেখা যায় "বংশধরদের" মাঝে তার পূর্বপুরুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যদি আমরা অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর হয়ে থাকি তবে শুধুমাত্র খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রকৃত বিশ্বাসে জীবন যাপন করা আবশ্যক, যেমনটি অব্রাহাম করে দেখিয়েছেন।

- "...যাহারা বিশ্বাস করে, তিনি [অব্রাহাম] তাহাদের সকলের পিতা হন, যেন তাহাদের পক্ষে সেই ধার্মিকতা গণিত হয়" (রোমীয় ৪:১১-১২ গালাতীয় ৩:৭ পদও দেখুন)।

প্রকৃত বিশ্বাস অবশ্যই সব সময় বাস্তব কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় অন্যথায় ঈশ্বরের চোখে ওটা কোন বিশ্বাসই নয় (যাকোব ২:১৭)।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্য

১. যিহূদী ঘরের সন্তান হিসাবে সব সময় আমি ভাবতাম যে, অন্যদের মত আমিও একজন মনোনীত মানুষ। এখন আমি বুঝতে পারি এই প্রশ্নের দুটি দিক রয়েছে। হ্যাঁ, যারা অব্রাহামের মাংসীক বা দৈহিক বংশধর তারাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বাক্ষী। কিন্তু আমি কখনই আগে এ বিষয়ে চিন্তা করিনি যে, আমার অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশা আদৌ আছে কিনা! আমি এ বিষয়ে আরও বেশি আশ্চর্য্য হয়েছি এ জন্য যে অনন্ত জীবন লাভ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মেই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। একদিন আমি দৈনিক সংবাদ পত্রে এ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন পড়লাম এবং বই-পত্র চেয়ে ওদের কাছে লিখলাম। পরে আমি নিশ্চিত হলাম যে, বাপ্তিস্ম নিলে আমি যীশু খ্রীষ্টের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব এবং অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার প্রত্যাশার অংশীদার হতে পারব। সেই প্রত্যাশা পুরণ হবে যীশু খ্রীষ্ট আবার এ জগতে ফিরে আসার পর। এবং এ সময়ই প্রিয় সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ ইস্রায়েল/প্যালেষ্টাইনে অনন্ত জীবন যাপন শুরু হবে। আমার প্রত্যাশা অনুসারে আমি আর কখনই যিহূদী জাতি হিসাবে অহংকার বোধ করিনি কিংবা আরব জাতিগুলির প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষন করিনি। কারণ আমি দেখলাম যে প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে তা স্থান কাল নির্বিশেষে সকল জাতির জন্য। এই প্রত্যাশা আমাকে আগের থেকে অনেক বেশি নমনীয় ও শান্ত করেছে এবং অন্য সকল লোকদের বিষয়ে চিন্তা করতে শিখিয়েছে। সবথেকে বড়কথা, এই প্রত্যাশা আমাকে বর্তমান এই জীবনের পরেও ভবিষ্যত জীবনের আশার দিকে দৃষ্টি রাখতে সাহায্য করেছে।

২. আমি আগে ভাবতাম বাইবেলের পুরাতন নিয়মের কথাগুলি খুব অসঙ্গতিতে ভরা। নিজেকে সব সময় একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবেই ভাবতাম এবং নূতন নিয়ম থেকে সামান্য পড়াশুনা করেছি। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন নূতন ও পুরাতন নিয়ম এর মাঝে একটা বিশেষ সম্পর্ক দেখতে পেলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে, গোটা বাইবেলটি আসলে একত্রে অপূর্ব "ঈশ্বরের বাক্য" আমার কাছে! এ বিষয়গুলি শিখতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, সমস্ত মতবাদগুলি বাইবেলে কিভাবে একসুত্রে গাঁথা আর এ থেকেই আমি উপলব্ধি করলাম, বাইবেল ঈশ্বর নিশ্বঃসিত বাক্য এই বাক্যের কোন ভুলত্রুটি কিংবা বিভ্রান্তি নাই, এখানে অব্রাহামের কাছে মহান যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। খ্রীষ্টেতে পরিত্রাণ ও ভবিষ্যত জীবনের প্রত্যাশা স্বর্গে নয় এই পৃথিবীর উপরই বাস্তবায়িত হবে অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর হওয়ার জন্য খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নেবার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্নাবলী

প্রতিজ্ঞা সমূহে প্রকাশিত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য

প্রথম ভাগ

১। ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য কি ?

২। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ঈশ্বর আমাদের কি দান করলেন ?

৩। আমরা কিভাবে অব্রাহামের বংশ ?

৪। কাদেরকে যীশু "সাপের বংশধর" বলে ডেকেছেন ?

৫। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ অনুযায়ী নারীর প্রকৃত বংশ বা বীজ কে ?

৬। কখন থেকে ঈশ্বর যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে দানের প্রতিজ্ঞা করেন ?

৭। গালাতীয় ৩:৮ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা সমূহের মাধ্যমে কার কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন ?

৮। কি করলে খ্রীষ্টিয় সুসমাচারের একটা মৌলিক চিত্র পাবো ?

৯। অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞার দু'টি মৌলিক বিষয় কি কি ?

১০। অব্রাহাম প্রকৃতভাবে কোন দেশে বাস করতেন ? সেটি বর্তমানে কোথায় ?

১১। অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞাগুলিই খ্রীষ্টের সুসমাচারের মৌলিক ভিত্তি এর কারণ কি ?

১২। আদিপুস্তক ১২:১ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর অব্রাহামকে ডাকলেন "জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করে যে দেশ তিনি দেবেন সেই দেশে যেতে।" -অব্রাহাম কি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন ?

১৩। অব্রাহাম কি তার জীবদ্দশায় প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা দেখে যেতে পেরেছেন ?

১৪। ইব্রীয় ১১:১৩ পদ অনুযায়ী বিশ্বাসানুরূপ ইহাঁরা সকলে মরিলেন : ইহাঁরা প্রতিজ্ঞা কলাপের ফলপ্রাপ্ত হন নাই - তাহলে কি ঈশ্বর মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করলেন ?

১৫। অব্রাহামের বংশের লোকের সংখ্যা কত হবে ?

১৬। বিশ্বের সমগ্রজাতি কোন বংশের মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে ?

১৭। অব্রাহামের বংশের সন্তানদের মধ্যে একজনই মাত্র আছেন যিনি পাপের ক্ষমা নিয়ে এসেছেন তিনি কে ?

১৮। আমরা কিভাবে অব্রাহামের বংশের অংশীদার হতে পারি ?

১৯। গালাতীয় ৩:২৭-২৯ পদের মাধ্যমে আমরা কি খ্রীষ্টেতে অভিন্ন ?

২০। প্রতিজ্ঞাত দেশ অব্রাহাম ও তার বংশধরগণ অনন্তকালের জন্য উত্তরাধিকারী কবে হবেন ?

২১। যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার দ্বারাই কি আমরা সেই বংশের একজন হিসাবে সংযুক্ত হই ? এবং অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা হয়েছে তারও কি সহভাগী হই ?

২২। খ্রীষ্টেতে বাপ্তিস্ম নেওয়ার মাধ্যমে অব্রাহামের বংশের লোক হওয়ার অর্থ কি ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য হওয়া ?

২৩। যাকোব ২:৭ পদ অনুযায়ী প্রকৃত বিশ্বাস কিভাবে প্রকাশ পায় ?

২৪। ব্যক্তিগত স্বাক্ষীর প্রথম জন অনন্তজীবন লাভ সম্পর্কে নূতন নিয়মে, না পুরাতন নিয়মেই প্রতিজ্ঞাগুলি দেখে বেশী আশ্চর্য্য হয়েছেন ?

২৫। দ্বিতীয় ব্যক্তিগত স্বাক্ষীর মতে খ্রীষ্টেতে পরিত্রাণ ও ভবিষ্যত জীবনের প্রত্যাশা কোথায় ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

God's Purpose Revealed in Promises (Part 1)

Bible Basics Leaflet 7

Published by: **Christadelphian Bible Students**

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA England.